

বিজ্ঞপ্তি

শীতে বোরো ধানের বীজতলায় কৃষক ভাইদের করণীয়

কৃষক ভাইয়েরা, ধানের ভাল ফলন পেতে চারার চরম্ভূ অপরিসীম। শীতের প্রকোপের কারণে বোরো বীজতলায় ছত্রাকের আক্রমণ হয়ে থাকে এবং চারা হলুদাভ হয়ে ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়। ফলে প্রচণ্ড শীতের বোরো ধানের বীজতলার চারার বাড়-বাড়তি কমে যেতে পারে এবং অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা শীতে ছত্রাক আক্রান্ত চারার গোড়া বা পাতা পঁচা রোগ হয়ে চারা মারা যায় এবং চারা ঝলসানো রোগে চারা মারা যেতে পারে। তাই কৃষক ভাইদের বোরো ধানের বীজতলা রক্ষায় যে কাজগুলো করতে হবে তাহলো :

- বীজতলায় প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জীপসাম, ১৫০ গ্রাম এমসপি এবং ২০০ গ্রাম টিএসপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এতে চারার শীত সহিষ্ণুতা বাড়বে।
- শৈত প্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে দিতে হবে।
- বীজতলায় ৩-৫ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে তবে এক্ষেত্রে নুলকুপের পানি ব্যবহার করা ভাল।
- আবর্জনা পোড়া ছাই এবং পঁচা গোবর সার একত্রে মিশিয়ে শিশির শুকানোর পর বীজতলায় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- সকালে দড়ি টেনে দিয়ে শিশির ফেলে দিতে হবে।
- সম্ভব হলে সন্ধ্যায় পানি দিয়ে বীজতলার চারা ডুবিয়ে পানি দিতে হবে এবং সকালে সেই পানি বের করে দিতে হবে। এতে চারা মারা যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।
- বীজতলার চারার গোড়া বা পাতা পঁচা রোগ দেখা গেলে পাইরাক্লোস্ট্রিন বা অ্যাজোঅক্সিস্ট্রিন বা ম্যানকোজেব প্রস্পের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- যতদিন শৈত্য প্রবাহ থাকে ততদিন এ পদ্ধতি চালিয়ে যেতে হবে।

আরো বিস্তারিত জ্ঞানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

সরকারী ছুটির দিন ব্যতিত সকাল ০৭ টা হতে রাত ০৯ টা পর্যন্ত কৃষি এবং সকাল ০৯ টা হতে বিকাল ০৫ টা পর্যন্ত মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিষয়ে সরকারি কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে মাত্র ২৫ পয়সা খরচে সরাসরি তথ্য পেতে পারেন।

প্রচারেঃ কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাজশাহী।